



12053 - হদোয়তে আল্লাহর হাতে

প্রশ্ন

কভিবে আমরা আল্লাহ তাআলার এ বাণীদ্বয়কে মাঝে সমন্বয় করতে পারি: “নিশ্চয় আপনি যাকে ভালোবাসেনে ইচ্ছে করলেই তাকে হদোয়তে দিতে পারবেন না” এবং তাঁর বাণী: “নিশ্চয় আপনি সরল পথের দিকে হদোয়তে করেন?”

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করছেন এবং তাকে বুদ্ধি দিয়েছেন। মানুষের জন্য তিনি ওহী নাযলি করছেন। মানুষের কাছে তিনি রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তিনি তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং বাতলি থেকে সতর্ক করছেন। এরপর তিনি তাদেরকে যা ইচ্ছা তা নির্বাচন করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন: “আর বলুন, সত্য তোমাদের রব-এর কাছ থেকে; কাজেই যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা কুফরী করুক। [সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৯]

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নরিদশে দিয়েছেন তিনি যাতো সমস্ত মানুষের কাছে সত্যকে বর্ণনা করেন এবং যতোর ব্যাপারে তাদের আগ্রহ হয় সেটা গ্রহণ করার এখতিয়ার তাদের থাকবে। যে ব্যক্তি অনুগত হবে সে তার নিজের উপকার করবে। আর যে ব্যক্তি অবাধ্য হবে সে নিজের ক্ষতি করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বলুন, হে লোকসকল! অবশ্যই তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসেছে। কাজেই যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজদেরই মঙ্গল জন্ম সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজদেরই ধ্বংসের জন্ম এবং আমি তোমাদের উপর হাবলিদার নই।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৮]

ইসলাম মানবপ্রবৃত্তির ধর্ম। বুদ্ধি ও চিন্তার ধর্ম। আল্লাহ তাআলা বাতলি থেকে হক্ব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন। তিনি সকল কল্যাণের নরিদশে দিয়েছেন এবং সকল অকল্যাণ থেকে সতর্ক করছেন। ভাল জনিসিগুলো হালাল করছেন; আর খারাপ জনিসিসমূহ হারাম করছেন। তিনি ধর্মের মধ্যে কোন জবরদস্তি রাখেননি। কেননা কল্যাণ ও অকল্যাণ সৃষ্টির দিকেই ফিরে আসবে; স্রষ্টার দিকে নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “দ্বীন-ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। অতএব, যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা কখনো ভাঙবে না।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৫৬] তিনি আরও বলেন: “যে ব্যক্তি সৎকাজ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্মই তা করে এবং কড়ে মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। আর আপনার রব

তাঁর বান্দাদরে প্রতিমটেই য়ুমকারী নন।’[সূরা ফুসসলিত, আয়াত: ৪৬]

হদোয়তে আল্লাহর হাতে। তিনি চাইলে সকল মানুষকে হদোয়তে দিতে পারতেন। কেননা তিনি পৃথিবীতে ও আসমানে কোন কিছু করতে অক্ষম নন এবং তাঁর রাজত্বে তাঁর অনচ্ছায় কোন কিছু চলতে পারে না। তিনি বলেন: “বলুন, চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই; সুতরাং তিনি যদি ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হদিয়াত দতিনে।’[সূরা আনআম, আয়াত: ১৪৯]

কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞার দাবী মোতাবেক তিনি আমাদেরকে এখতিয়ার শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের উপর পথ-নির্দেশনা ও ফুরক্বান নাযলি করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবশে করবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হবে সে জাহান্নামে প্রবশে করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অবশ্যই তোমাদের রব-এর কাছ থেকে তোমাদের কাছে চাক্ষুষ প্রমাণাদি এসছে। অতঃপর কটে চক্ষুষ্মান হলে সটো দ্বারা সে নজিহে লাভবান হবে, আর কটে অন্ধ সাজলে তাকে সে নজিহে ক্ষতগ্রিস্ত হবে। আর আমি তোমাদের উপর সংরক্ষক নই।’[সূরা আনআম, আয়াত: ১০৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হদোয়তে দায়ের কোন অধিকার নাই। বরং তাঁর কর্তব্য ও সকল মুসলমানের কর্তব্য বর্ণনা করা ও পট্টেছিয়ে দেয়া। হদোয়তের দকি-নির্দেশনা দেয়া এবং জবরদস্তি না-করা। যমেনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে সম্বোধন করে বলছেন: “আর আপনার রব ইচ্ছে করলে যমীনে যারা আছে তারা সবাই ঈমান আনত; তবে কি আপনি মুমনি হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবেন!’[সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯৯]

তিনি আরও বলেন: “সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা ছাড়া রাসুলের আর কোনও দায়িত্ব নাই।’[সূরা আনকাবুত, আয়াত: ১৮]

সত্যের দকি হদোয়তে করা (পরচালিত করা)-র অধিকার এককভাবে আল্লাহর হাতে; কোন মানুষের এতে কোন অংশ নাই। যমেনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে লক্ষ্য করে বলেন: “আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছে করলেই তাকে হদোয়তে করতে পারবেন না। বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছে সৎপথে আনয়ন করেন।’[সূরা কাসাস, আয়াত: ৫৬]

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হদোয়তে দেন; যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করে তাকে তিনি হদোয়তে দেন এবং তার প্রতি মননোবিশেষ করেন। যমেনটি তিনি বলেন: “আর যারা হদোয়তের পথ গ্রহণ করেছে আল্লাহ তাদের হদোয়াত বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া দান করেন।’[সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১৭]

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয় এবং তাঁর থেকে মুখ ফরিয়ে নিয়ে নশ্চয় আল্লাহ তাকে হদোয়তে দেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নশ্চয় আল্লাহ মথিযাবাদী কাফরকে হদোয়তে দেন না।’[সূরা যুমার, আয়াত: ৩]

আল্লাহ সবকিছু জানেন; যা হয়ছে, যা হচ্ছে এবং যা হবে। কে মুমনি, কে কাফরে, কার কর্ম কি হবে, আখিরাতে কার পরগতি কি হবে সবই তিনি জানেন। তিনি সবকিছু লওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। তিনি বলেন: “আর সবকিছুই আমরা লিখিতরূপে



সংরক্ষণ করছে।”[সূরা নাবা, আয়াত: ২৯]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে এখতিয়ার (নির্বাচন)-র ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করছেন এবং তাকে ঈমান ও কুফর উভয়টির জন্য উপযুক্ততা দিয়ে সৃষ্টি করছেন। তিনি বলেন: “নশিচয় আমরা তাকে পথ দেখিয়েছি— হয় সে কৃতজ্ঞ হব; না হয় সে অকৃতজ্ঞ হব।”[সূরা ইনসান, আয়াত: ৩]

মানুষ তার বুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে নির্বাচনের ক্ষমতাদারী। যদি সে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে; যে বুদ্ধির মাধ্যমে সে কল্যাণ-অকল্যাণ ও হক-বাতলিরে বকিল্পগুলোর মধ্যে পার্থক্য করে; তখন তার ওপর থেকে শরিয়তের দায়িত্ব উঠে যায়। তাই ইসলামী শরিয়তে পাগলরে ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হুশ ফিরে পায়। বালকের ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। ঘুমন্ত ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঘুম থেকে জাগে। অর্থাৎ এ ব্যক্তিদের কারো ওপর শরয়ি দায়িত্ব নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঈমান-কুফর, হক-বাতলি ইত্যাদি বকিল্পগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার বুদ্ধি ফিরে পায়।

অন্তর যে অভিমুখী হব সেটোর জন্য সে পুরস্কার বা শাস্তি পাবে। যদি আনুগত্য করে তাহলে জান্নাত পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “সে-ই সফলকাম হয়েছে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।”[সূরা আশ-শামস, আয়াত:৯]

আর যদি অবাধ্য হয় তাহলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। “আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।”[সূরা আশ-শামস, আয়াত: ১০]

যে কোন একটি পথের অভিমুখী হওয়াটা রাব্বুল আলামীনের কাছে হিসাব দেয়ার পাত্র। এর মাধ্যমে পরিস্কার হয়ে গেলে যে, ঈমান, কুফর, আনুগত্য কিংবা অবাধ্যতা সবই বান্দার স্বনির্বাচতি। আল্লাহ তাআলা এ নির্বাচনকে কন্দের করে পুরস্কার ও শাস্তি নির্ধারণ করছেন। তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি কোন নকে আমল করে সেটি তার নিজের জন্যই। আর যে ব্যক্তি কোন বদ আমল করে সেটিও তার নিজের জন্যই। আপনার প্রভু বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।”[সূরা ফুসসলিাত, আয়াত: ৪৬]

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, দুনিয়া-আখিরাতের সুখের প্রতি আগ্রহী সে ইসলামে প্রবশে করুক। আর যার এ আগ্রহ নাই, আখিরাতের বদলে দুনিয়ার প্রতি যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট এবং ইসলাম গ্রহণ করেনি তার পরণিতস্থল জাহান্নাম। লাভ বা ক্ষতি মানুষেরে নিজেরই। কোনটির ব্যাপারে জবরদস্তরি কিছু নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নশিচয় এটি স্মরণিকা। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রভুর অভিমুখী পথ ধারণ করুক।”[সূরা ইনসান, আয়াত: ২৯]